ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 47 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২০৩ ● কলকাতা ● ১০ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২৭ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 12

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

অন্য কিনারায় গুরুদেব শান্ত চিত্ত হয়ে, নিজের দুই পা নদীর জলের প্রবাহে ডুবিয়ে বসেছিলেন। তাঁর পিছনে 'ব্লু হিল' পাহাড়, পর্বত শৃঙ্খলার রূপে ছড়িয়ে ছিল। ঐ পাহাড়ের উপর নীল-নীল মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল, আর এই নীল মেঘ-"ব্লু হিল" পাহাড় কেন বলে, তার ঈশারা করছিল। আশেপাশে ঘন জঙ্গল ছিল। এই নদীও ঐ ঘন জঙ্গল থেকেই বেরিয়ে আসছিল। জঙ্গল এত ঘন ছিল যে ঐ নদীর অগ্রভাগও দেখা যাচ্ছিল না। গুরুদেব শান্তচিত্তে সামনের 'ব্লু হিল' পাহাড় দেখছিলেন। তাঁর উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট হবে। বড় বড় সুন্দর চোখ ছিল, বৃদ্ধাবস্থায়ও শক্ত-সমর্থ শরীর ছিল। তাঁর পরণে এক কৌপিন ছাড়া আর কিছু ছিল না। হাতে কোন গাছের এক মজবুত লাঠি ছিল। তিনি ঐ লাঠির ব্যবহার প্রায়ই চলার সাহায্যের জন্য করতেন। শ্যামবর্ণ রং ছিল, কিন্তু বোধহয় আমি এত আকর্ষক শ্যামবর্ণ ব্যক্তি জীবনে কখনও দেখিনি।

# ৩১ জুলাই পুজো কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মমতা, বাড়বে অনুদান?

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

**কলকাতা:** হাতে আর দু মাস। তারপরেই উমা আসবেন ঘরে। চলতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষে পালিত হবে দুর্গোৎসব। ইতিমধ্যেই শহরের বড় বড় পুজো কমিটিগুলি লেগে পড়েছে কোমর বেঁধে। জোরকদমে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতি ঘিরে আগামী ৩১ জুলাই কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠক।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর থেকেই বঙ্গে সাংস্কৃতিক আবহাওয়া তৈরি করেছেন। পুজোর সময় এক ভিন্ন বাংলাকে দেখতে পায় মানুষ। এবারও সেই ধারা বজায় থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এমনি তো আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। তাই ভোট ব্যাঙ্ক যাতে পূর্ণ থাকে তার জন্য অনুদানের মাত্রা কিছু বাড়িয়েও দিতে পারেন বলে মনে করছে পুজো কমিটিগুলো।বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বটেই, সেই সঙ্গে বঙ্গের বেশ কিছু প্রশাসনিক শীর্ষকর্তারা, কলকাতা পুরসভা, দমকল বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন,

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

# বাড়ি তৈরি করলে দিতে হবে 'তোলা'! ভয়ঙ্কর পরিণতি বৃদ্ধের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বাড়ি করতে গেলে দিতে হবে তোলা! ব্যান্ডেলে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে উঠল অভিযোগ। তোলার টাকা না দেওয়ায় তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধের মৃত্যু। অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি তৃণমূল সদস্যের।বৃদ্ধের মৃত্যুর খবর পেয়ে ব্যান্ডেলে গিয়েছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা নির্মাল্য চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "আমি নিজে দেখিনি কী হয়েছিল। তবে আইন সবার জন্য সমান।" স্থানীয় বিজেপি নেতা দেবব্রত বিশ্বাস বলেন, "পরিবার যা অভিযোগ করছে সেটা দেখা উচিত পুলিশ প্রশাসনের। যদিও বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি থানায়।"

বাড়ি তৈরির জন্য ১ লক্ষ টাকা 'তোলা' চান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও তৃণমূল নেতা দীনেশ যাদব।এমনই অভিযোগ ব্যান্ডেলের বাসিন্দা মহম্মদ ফকিরের পরিবারের। টাকা দিতে অস্বীকার করায় গত ১২ জুলাই সন্ধ্যায় দীনেশ তাঁর দলবল নিয়ে তৃণমূলকর্মী মহম্মদ ফকিরের বাড়িতে চড়াও হন বলে পরিবারের দাবি।

ঘটনার পর হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন বছর ষাটের ফকির। ফকিরের ছেলে মহম্মদ আমানের অভিযোগ, এরপরেও তাঁদের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেন দীনেশ। এমনকী বৃহস্পতিবার রাতে নির্মীয়মান বাড়ির একাংশ ভেঙেও দেওয়া হয়। শুক্রবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মহম্মদ ফকিরের।

আমানের দাবি, তোলার টাকা দিতে না পারাতেই বাবার এভাবে মৃত্যু হল। তিনি বলেন, "আমি চাই দীনেশকে দল থেকে বহিষ্কার করা হোক। পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নিক।" অন্যদিকে, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা দীনেশ যাদব তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, ১ লক্ষ কেন, এক টাকা চেয়েছি, কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। আমন যে তাঁকে ভোটে জেতাতে সাহায্য করেছিলেন, সেটা স্বীকার করে বলেন, প্রতিবেশি এক শিক্ষিকার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে আমান।

# ঝাড়খণ্ডে খতম তিন মাওবাদী নেতা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

'লাল সন্ত্রাস' দমনে ফের সাফল্য। ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল তিন মাও নেতার। পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক।উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মাওবাদমুক্ত ভারত গড়ার বার্তা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরপর থেকেই ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডের মতো মাওবাদী অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে মাওবিরোধী অভিযান ব্যাপক গতি পেয়েছে। গোয়েন্দাদের

এরপর ৩ পাতায়

# জেহাদি নেতাকে 'ফেরার' ঘোষণা আদালতের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের মুখ সৈয়দ সালাউদ্দিনের বিরুদ্ধে এবার সক্রিয় ভারতীয় বিচারবিভাগ। হিজবুল গোষ্ঠীর প্রধান ওই জঙ্গিনেতাকে ফেরার ঘোষণা করল শ্রীনগরের আদালত। শ্রীনগরের ওই বিশেষ আদালত জানিয়ে দিল, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মেনে আত্মসমর্পণ না করলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

এনআইএ-র তরফে জানানো হয়েছে, জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রধান মহম্মদ ইউসুফ শা আলিয়াস সইদ সালাউদ্দিনের আরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে ভবিষ্যতে। যদিও হিজবুল প্রধান বর্তমান ভারতীয় গোয়েন্দাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। পাকিস্তানের আশ্রয়ে রয়েছে। সালাউদ্দিনের দুই ছেলেও এখন পাকিস্তানের নিরাপদ হেফাজতে।কাশ্মীরে জঙ্গি কার্যকলাপে পাকিস্তানের মদত দেওয়ার অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু সালাউদ্দিন কাশ্মীরে বসেই স্থানীয় যুবকদের বিপথে চালনা করে সন্ত্রাসবাদী সাম্রাজ্য তৈরি করে ফেলেছিল। হিজবুল মুজাহিদিনকে কাজে লাগিয়ে লশকর, জইশের মতো সংগঠনের সমান্তরালভাবে কাশ্মীরে সন্ত্রাস চালিয়েছে সালাউদ্দিন। কাশ্মীরে জঙ্গিদের অর্থ জোগানের অভিযোগের তদন্তে এখন এনআইএর নিশানায় সেই জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল মুজাহিদিন।

বুদগামের শইবাগ এলাকার বাসিন্দা সালাউদ্দিন ১৯৯৩ সাল থেকে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে বসে উপত্যকায় নাশকতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের অধীনে (ইউএপিএ) 'ঘোষিত অপরাধী' বলেছে আদালত। আমেরিকাও সালাউদ্দিনকে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেই সালাউদ্দিনকে এবার ফেরার ঘোষণা করল শ্রীনগরের বিশেষ আদালত। এনআইএর আবেদন মেনে শুক্রবার সালাউদ্দিনকে 'ফেরার' ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে জানানো হয়েছে, সালাউদ্দিন আত্মসমর্পণ না করলে তার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(1ম পাতার পর)

# ৩১ জুলাই পুজো কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মমতা, বাড়বে অনুদান?

পরিবহন ও স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা। পুজোর আগে বৈঠক, ফলে পুজো কমিটি গুলি আশা করছে এবারও অনুদান নিয়ে নতুন কিছু ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবছর সাধারণত এই সময় বৈঠক করেই পুজো সম্পর্কিত যাবতীয় নির্দেশের কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনা হয় পুজোর সময় শব্দ বিধি মেনে চলা, ট্রাফিক আইন নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশবান্ধব পুজো, সম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে দুর্গোৎসব পালনের বিষয়ে।

চলতি বছরের বৈঠক হতে চলেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বছরে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। বর্তমান সময়ে ভারতে দেখা যাচ্ছে হিংসা-হানাহানি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেন দিন দিন সোনার পাথর বাটিতে পরিণত হচ্ছে। সম্প্রীতির বিষয়টিই বজায় রাখার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সবসময় চান হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-শিখ সকল ধর্মের মানুষ যাতে মিলেমিশে থাকেন।

সেই জন্যই ৩১শে জুলাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকল ধর্মের মানুষের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার জন্য। দুর্গাপুজো সার্বজনীন পুজো, সেখানে সবার আহ্বান রয়েছে। উৎসবের সময় যাতে বিদ্যুৎ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিরাপত্তা কোনও বিষয়ে যাতে কোনও খামতি না থাকে সেই জন্যই পুজোর আগেই এই বৈঠক করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা ও শহরতলির পাশাপাশি জেলা পুজো কমিটিগুলিও কিভাবে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে পুজো করবে সেই সংক্রান্ত বার্তাও দেওয়া হবে বৈঠকে, এমনটাই খবর।

# মণিপুরে যৌথ অভিযানে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সেনা এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে মণিপুরের পাঁচ জায়গা থেকে উদ্ধার হল বিপুর পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র। শনিবার পূর্ব ইম্ফল, পশ্চিম ইম্ফল, থৈবাল, বিষ্ণুপুর এবং কাকচিঙে অভিযান চালায় মণিপুর পুলিশ, আসম রাইফেলস, বিএসএফ, সিআরপিএফ এবং ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি)।প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের মে মাসে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তাল হয়েছিল মণিপুর। ঘটনার জেরে মৃত্যু হয় ২০০'র বেশি মানুষের। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনা নামানোর পাশাপাশি গোটা রাজ্যে লাগু করা হয়েছে আফস্পা। এমনকী জারি করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসনও। কিন্তু তারপরেও দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে মণিপুরের একাধিক এলাকা।জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে মোট ৯০টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং গ্রেনেড, মর্টার শেল-সহ প্রায় ৭২৮ রকমের গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে।

শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইম্ফলের পাঁচ জায়গায় যৌথ অভিযান চালায় পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনী। উদ্ধার হওয়া ৯০টি আগ্নেয়াস্ত্রর মধ্যে রয়েছে-পাঁচটি ইনসাস রাইফেল, চারটি সেলফ-লোডিং রাইফেল, তিনটি একে সিরিজের রাইফেল, সাতটি ৩০৩ রাইফেল, ২০টি পিস্তল, চারটি কার্বাইন, আটটি সাধারণ রাইফেল, ২০টি এসবিবিএল এবং বোর অ্যাকশন রাইফেল, তিনটি বন্দুক ইত্যাদি। এছাড়াও ২১টি গ্রেনেড, মর্টার শেল, আইইডির মতো বিস্ফোরক। গত মার্চ এবং এপ্রিল মাসেও চূড়াচাঁদপুর, পশ্চিম ইম্ফল, কাংকোপি, পূর্ব ইম্ফল ও বিষ্ণুপুরে যৌথ অভিযান চালায় নিরাপত্তাবাহিনী। তখনও উদ্ধার হয় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক।

(২ পাতার পর)

# ঝাড়খণ্ডে খতম তিন মাওবাদী নেতা

মতে, বর্তমানে ছত্তিশগড় তেলেঙ্গানা সীমানাবর্তী কারেগুট্টা পাহাড়ি এলাকা মাওবাদীদের অন্যতম শক্তঘাঁটি। এই এলাকা থেকে মাওবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে প্রায় ৩ হাজার আধাসেনাকে নামানো হয়েছে। ২১ এপ্রিল থেকে ওই অঞ্চলে শুরু হয়েছে অভিযান। এখনও পর্যন্ত ওই এলাকাজুড়ে অভিযান চালিয়ে ৩১ জনের বেশি মাওবাদীকে হত্যা করা হয়েছে। ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র ও তেলেঙ্গানা সীমানা ঘেঁষা পাহাড় ও জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে থাকা ১০০০ মাওবাদীকে ধরতে নামানো হয়েছে প্রায় ২০ হাজারের বেশি যৌথ বাহিনীকে। অভিযানে ইতিমধ্যেই খতম করা হয়েছে মাওবাদীদের সাধারণ সম্পাদক বাসবরাজুকে, যার মাথার দাম ছিল ১.৫ কোটি টাকা। গত বৃহস্পতিবার নিরাপত্তরক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুধাকরের।জানা গিয়েছে, শনিবার ভোররাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘাঘরা জঙ্গলে যৌথ অভিযান চালায় পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী (ঝাড়খণ্ড জাগুয়ার)।খবর ছিল, ওই এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে মাওবাদীদের একটি দল। সেইমতো এলাকা ঘিরে শুরু হয় তল্লাশি। পিছু হঠার জায়গা না পেয়ে রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা জবাব দেয় বাহিনীও। দীর্ঘক্ষণ দু'পক্ষের গুলির লড়াই চলার পর অবেশেষে মৃত্যু তিন মাও নেতার। পুলিশ সূত্রে খবর, পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক।

## সম্পাদকীয়

### প্রথমবার সেনা পরিবারের জন্য শুরু আইন সহায়তা প্রকল্প

সীমান্তে তাঁরা দেশের জন্য লড়ছেন। অথচ দেশের অন্দরে উটকো আইনি ঝামেলায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কর্তব্যরত অবস্থায় মামলার দিনে হাজিরা দিতে না পারায় মামলা ঝুলে যায় বা ফলাফল বিপক্ষে যায়। এসব আইনি ঝামেলা থেকে সেনা পরিবারকে রক্ষা করতে এই প্রথমবার অভিনব প্রকল্প চালু হচ্ছে দেশের বিচারব্যবস্থার তরফে।এই সহায়তা শুধু সেনা নয়, বিএসএফ, সিআরপিএফ, আইটিবিপি-র মতো আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। তবে শুধুমাত্র যে সব আধাসেনা কর্মীরা চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে কাজ করছেন তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন।বিচারপতি ও আইনজীবীদের সর্বভারতীয় সংগঠন ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির (NALSA) তরফে নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের নাম 'NALSA বীর পরিবার সহায়তা যোজনা ২০২৫'। ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির কার্যকরী চেয়ারম্যান, বিচারপতি সূর্য কান্ত এই প্রকল্পের মূল হোতা। তিনিই সেনাকর্মীদের পরিবারকে আইনি সহায়তা দেওয়ার এই প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। আগামী ২৪ নভেম্বর তিনি দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি পদে দায়িত্ব নেবেন।

সীমান্তে কর্তব্যরত সেনাকর্মীরা ঘরোয়া আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে তাঁদের আইনি সহায়তা দেবে NALSA। সেনাকর্মীদের উদ্দেশে ওই সংগঠনের বার্তা, "আপনারা দেশসেবা করুন। আপনার পরিবারের দেখাশোনা করবে বিচারবিভাগ।" সূত্রের দাবি, 'অপারেশন সিঁদুর' চলাকালীনই এই ধরনের প্রকল্পের কথা ভাবেন বিচারপতি সূর্যকান্ত। সেনা আধিকারিকরা আত্মত্যাগে মানসিকভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠেন তিনি। ওই প্রকল্পের উদ্বোধন হল কাশ্মীরে। তাতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা এবং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার।

## জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

কুড়ি বছর সাংবাদিকতার জীবনে সবচেয়ে বেশি আমি অত্যাচারিত বা অবহেলিত, যত অত্যাচার অবহেলা করেছে ততই আমি ঈশ্বরের প্রতি ভরসা ও বিশ্বাস রেখে মায়ের শক্তিকে উপলব্ধি করে নিজের মতন করে এগিয়ে চলেছি । আজও আমার মানসিকতাকে শেষ করতে পারিনি অশোদা শক্তি গুলো, আমার কলমকে নির্বাক করে দিতে পারিনি। তবে আমার কলমটাকে মা একটু অন্যরূপেই অন্যভাবে চালনা শক্তি দিয়েছে, আজ তার সৃষ্টি এই মাতৃ শক্তি বইটি। তবে যাক সে কথা, যে শক্তিকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

## তৃণমূল ছাত্র পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে কলেজের পরিক্ষা কেনোদাবি তৃনুঙ্কুর

**বেবি চক্রবর্ত্তী :কলকাতা**

আগামী ২৮ অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস। ঘটনাচক্রে, সে দিনই বিকম সেমিস্টার-৪ এবং বিএ এলএলবি সেমিস্টার-৪ এর পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।

তৃণাঙ্কুরের অভিযোগ, "আজকের ছাত্র-যুব সমাজ, যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিশ্বাসী, তাঁদের আটকে দেওয়ার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছে।" তাঁর দাবি, ২৮ অগস্ট দুপুর ২টো থেকে বিকেলে ৫টা পর্যন্ত বিকম সেমিস্টার-৪ এবং বিএ এলএলবি সেমিস্টার-৪ এর পরীক্ষার যে সূচি ঘোষণা করা হয়েছে, তা সাধারণ কোনও 'অ্যাকাডেমিক সিদ্ধান্ত' নয়। সোমবার দিন পরীক্ষা নিয়ামকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব, তার পর আপনাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাব।

### বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ধারণার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে উত্থিত মূর্তিরূপগুলোর মধ্য থেকে এলেন মা কালী। আমাদের বঙ্গযানকে জানতেই হবে যদি কালীর মূর্তিরূপের উৎস জানতে চাই।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# বাংলাদেশি সন্দেহে আটক বাংলার ৩০ শ্রমিককে মুক্তি দিল হরিয়ানা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বাংলা ভাষায় কথা বলায় 'বাংলাদেশি' বলে সন্দেহ করে বাংলার শ্রমিকদের ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখার মতো গুরুতর অভিযোগ আগেই উঠেছিল হরিয়ানা সরকারের বিরুদ্ধে। ওইসব পরিযায়ী শ্রমিকদের নাগরিকত্বের নথি চেয়ে হরিয়ানা থেকে রাজ্য পুলিশের কাছে চিঠিও পাঠানো হয়েছিল। তা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় প্রতিবাদী পোস্ট করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লাগাতার বিরোধিতা নিয়ে এবার কড়া জবাব দিয়েছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি। শনিবার এক্স হ্যান্ডল পোস্টে তাঁর পালটা বক্তব্য, হরিয়ানা কিংবা দেশের কোথাও অনুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই নেই। দেশের সুরক্ষার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। অথচ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এনিয়ে 'ভুল' রাজনৈতিক প্রচার করছেন বলে অভিযোগ সাইনির। তবে সোশাল মিডিয়ায় যতই যুক্তি দেখান হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী, তা স্পষ্ট তাঁর সরকারের পদক্ষেপে। ইতিমধ্যে ধাপে ধাপে বাংলার শ্রমিকদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। গত দু'দিনে হরিয়ানা থেকে মালদহের চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুরে ফিরেছেন মোট ১৫ জন। এবার মুক্তি পাওয়া বাকি শ্রমিকরাও ফিরবেন শিগগিরই।বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপর এমন 'অত্যাচার' বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। লাগাতার এনিয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে কার্যত তুলোধোনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সেই চাপের মুখেই এবার কার্যত নতি স্বীকার করল হরিয়ানা সরকার। সেখানকার ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে থাকা ৩০ জন, যাঁদের নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়া হয়েছিল, তাঁদের এবার মুক্তি দেওয়া হল। তাঁরা গুরুগ্রাম থেকে শিগগিরই মালদহে, বাড়ির উদ্দেশে রওনা হবেন বলে খবর।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচারের গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ এসেছে সম্প্রতি। বাংলায় কথা বললেই 'বাংলাদেশি' বলে দেগে দিয়ে নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। স্রেফ সন্দেহের বশে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। এখানেই শেষ নয়, তাঁরা আদৌ বাংলার বাসিন্দা কিনা, তা জানতে নথিও চাওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের কাছে। এসব অভিযোগ পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা 'বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

## লালবাজারের সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ



**বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা**

লালবাজারের সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে তদন্তের আবেদন জানালেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি এই ষড়যন্ত্রের পিছনে কারা রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখতে আর্জি জানিয়েছেন।

সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগে দিলীপ লিখেছেন, তাঁর সম্মানহানি করতে এবং রাজনৈতিকভাবে কালিমালিপ্ত করতে সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে তিনি লিখেছেন, "এই ষড়যন্ত্রের পিছনে কারা রয়েছেন, তাঁদের চিহ্নিত করা হোক। এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হোক।" ষড়যন্ত্রকারীদের আইনানুযায়ী শাস্তির আবেদনও জানান তিনি।প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেও দিলীপের দলবদলের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা চলছিল। গত ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের দিন সস্ত্রীক দিঘায় গিয়েছিলেন দিলীপ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেদিন দেখা হয় তাঁর। মমতার সঙ্গে খোশমেজাজে দেখা যায় সস্ত্রীক দিলীপকে। বিষয়টি যে রাজ্য বিজেপি ভালভাবে নেয়নি, তা বুঝিয়ে দেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা। তারপরই বিজেপির সঙ্গে 'দূরত্ব' বাড়ে দিলীপের। এরপরই জল্পনা ছড়ায়, ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের সমাবেশে কি দেখা যাবে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতিকে? ২১ জুলাই খড়্গপুরে বিজেপির একটি সভায় ছিলেন দিলীপ। সেখানে তিনি বলেছিলেন, "দিলীপ ঘোষ বিজেপিতে যাবে বলে যাঁরা কর্মীদের বিভ্রান্ত করেছিলেন, তাঁরা ডিম-ভাত খাওয়া পার্টি।" দলের একাংশের বিরুদ্ধে সরব হলেও কারও নাম নেননি তিনি। এবার দিলীপ অভিযোগ করলেন, রাজনৈতিকভাবে কালিমালিপ্ত করতে সোশ্যাল মিডিয়ায় গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

## আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

## রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সপ্তা মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

# প্রধানমন্ত্রী মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মালেতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে মালদ্বীপ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডঃ মোহাম্মদ মুইজ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আনুষ্ঠানিক বৈঠকের আগে, রাষ্ট্রপতি মুইজ্জু প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাগত জানান এবং পরে রিপাবলিক স্কোয়ারে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান। সাক্ষাৎটি উষ্ণতা এবং দুই দেশের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের পুনর্ব্যক্তকরণের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর এবং তাঁর প্রতিনিধিদলকে দেওয়া সদয় আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং মালদ্বীপের স্বাধীনতার ৬০তম বার্ষিকীর ঐতিহাসিক উপলক্ষ এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৬০তম বার্ষিকীর বিশেষ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান।

দুই নেতা শতাব্দীকাল ধরে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসের গভীর বন্ধনের কথা তুলে ধরেন, যা জনগণের মধ্যে শক্তিশালী পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়েছে। উভয় নেতা ২০২৪ সালের অক্টোবরে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির ভারত সফরের সময় গৃহীত 'ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব'-এর জন্য ভারত-মালদ্বীপ যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের 'প্রতিবেশী প্রথম' এবং 'ভিশন মহাসাগর' নীতিমালা মেনে মালদ্বীপের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি মুইজ্জু মালদ্বীপের যে কোনও সংকট মোকাবেলায় ভারতের প্রথম ক্রিয়াশীল হবার প্রতিশ্রুতি পালনের প্রশংসা করেন। দুই নেতা উন্নয়ন অংশীদারিত্ব, পরিকাঠামো সহায়তা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা প্রতিরক্ষা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও জোরদার করার আহ্বান জানান এবং এই বিষয়ে, কলম্বো নিরাপত্তা সম্মেলনের অধীনে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।

দুই নেতা দুই দেশের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে। ডিজিটাল অর্থনীতির সুবিধা গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ করে পর্যটনের প্রচারের জন্য, তিনি মালদ্বীপে ইউপিআই চালু করা, 'রুপে' কার্ড চালু করা এবং স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্যের বিষয়ে সাম্প্রতিক সমঝোতাকে স্বাগত জানিয়েছেন। দুই নেতা উল্লেখ করেছেন যে উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ উন্নয়ন অংশীদারিত্ব ইতিমধ্যেই জনসাধারণের মধ্যে শক্তিশালী পারস্পরিক সম্পর্কে নতুন মূল্য যোগ করছে।

উভয় নেতা উল্লেখ করেছেন যে, 'গ্লোবাল সাউথ'-এর অংশীদার হিসাবে, তারা বসুধা এবং মানব সভ্যতার স্বার্থে জলবায়ু পরিবর্তন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রচার, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং আবহাওয়া বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলিতে কাজ চালিয়ে যাবেন।

প্রধানমন্ত্রী পহলগাম সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের প্রতি সংহতির জন্য রাষ্ট্রপতি মুইজ্জুকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

দুই নেতা মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ পালন, আবহাওয়াবিদ্যা, ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো, ইউপিআই, ভারতীয় ফার্মাকোপিয়া এবং ছাড়ের ঋণের ক্ষেত্রে ৬টি মউ বা সমঝোতা স্মারক বিনিময় প্রত্যক্ষ করেছেন। নতুন ঋণ বা 'লাইন অফ ক্রেডিট অফার' মালদ্বীপে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং অন্যান্য কর্মসূচির সহায়তায় ৪৮৫০ কোটি টাকা [প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার] প্রদান করে। চালু নিয়ন্ত্রণ রেখার ক্ষেত্রে একটি সংশোধনী চুক্তিও বিনিময় করা হয়েছে। এই চুক্তির ফলে মালদ্বীপের বার্ষিক ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা ৪০% কমিয়ে, ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করা হয়েছে। উভয় পক্ষ প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির শর্তাবলীও বিনিময় করেছে।

দুই নেতা আদ্দু শহরে একটি সড়ক ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ প্রকল্প এবং অন্যান্য শহরে ৬টি হাই ইমপ্যাক্ট কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্টের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি মালদ্বীপ জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং অভিবাসন কর্তৃপক্ষের জন্য ৩,৩০০টি সামাজিক আবাসন ইউনিট এবং ৭২টি যানবাহন হস্তান্তর করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মালদ্বীপ সরকারের কাছে আরোগ্য মৈত্রী হেলথ কিউব [ভীষ্ম] সেটের দুটি ইউনিটও হস্তান্তর করেছেন। কিউবের অংশ হিসেবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সহ, এই আরোগ্য মৈত্রী হেলথ কিউব একসঙ্গে ২০০ জন আহতকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করতে পারে এবং ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত ছয়জন চিকিৎসা কর্মীর একটি 'ক্রু' বা দলকে সক্রিয় রাখতে পারে।

পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রতি তাঁদের গভীর অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, দুই নেতা ভারতের "এক পেড় মা কে নাম" এবং মালদ্বীপের "৫০ লক্ষ বৃক্ষরোপণের অঙ্গীকার" অভিযানের অংশ হিসেবে আমের চারা রোপণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মালদ্বীপ এবং তার জনগণকে, তাঁদের প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার অনুসারে, এবং ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমর্থন নিয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

# দুর্নীতি বেড়েছে ইউনুসের শাসনে, অভিযোগ বিএনপি মহাসচিবের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

মহম্মদ ইউনুসের বাংলাদেশে সুশাসন নেই। শনিবার অন্তরবর্তী সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমানের সামনেই একথা বললেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এমনকী তিনি অভিযোগ করেন, আগের আমলে (পড়ুন শেখ হাসিনার আমলে) ঘুষ দিতে ১ লক্ষ টাকা, এখন দিতে হয় ৫ লক্ষ টাকা।নিজে বক্তব্য রাখার সময় কার্যত মির্জার ফখরুলের অভিযোগে সিলমোহর দেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, "ভালো প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। আইনের ব্যত্যয় তো হয়েছেই। প্রক্রিয়াগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। আর মানুষগুলো তো রয়েই গেছে। মানুষগুলোর কোনও পরিবর্তন হয়নি। অনেকে বলে সব বাদ দিয়ে দাও। কিন্তু সেটা সম্ভব না। এ জন্য মাথায় হাত বুলিয়ে, ধমক দিয়ে কাজ করাতে হচ্ছে।" একথা বলেও বিএনপিকে আক্রমণ করেন অর্থ উপদেষ্টা। তিনি দাবি করেন, সুশাসন ফেরাতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও সংস্কার দরকার।শনিবার ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা ও অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান রচিত 'অর্থনীতি, শাসন ও ক্ষমতা: যাপিত জীবনের আলেখ্য' শীর্ষক বইটি প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। সেখানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মির্জা ফখরুলও। নিজের ভাষণে দেশে গণতন্ত্র ফেরাতে দ্রুত নির্বাচনের সওয়াল করেন। ফখরুল বলেন, কোথাও কোনো সুশাসন নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই। পুলিশে কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে রাতারাতি সংস্কার করা সম্ভব নয়। সময় লাগবে। এর জন্য গণতান্ত্রিক চর্চা বাদ দিয়ে বসে থাকা যাবে না। কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কোনও রকম বিলম্ব না করে অতি দ্রুত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যেতে হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের প্রতিনিধিকে সংসদে পাঠিয়ে সংস্কার করতে হবে। এমনকী তিনি অভিযোগ করেন, আগের আমলে ঘুষ দিতে ১ লক্ষ টাকা, এখন দিতে হয় ৫ লক্ষ টাকা।

# সিনেমার খবর

## অজয়ের ফিঙ্গার ড্যান্স নিয়ে মজা করলেন স্ত্রী কাজল

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

'সন অব সর্দার টু' সিনেমার 'পেহেলা তু দুজা তু' গানে অজয় দেবগনের অভিনব নাচের ভঙ্গিমা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার শীর্ষে। আঙুল নাচানো স্টাইল নিয়ে একের পর এক ট্রল ও মিম তৈরি হচ্ছে। এবার এই বিষয়টিকে হালকাভাবে নিলেন তার স্ত্রী কাজল দেবগনও।

সম্প্রতি 'মা' সিনেমার প্রচারণায় গিয়ে কাজলকে স্বামী অজয়ের নাচ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি হেসে বলেন, "আমার মনে হয়, অজয় ইন্ডাস্ট্রির সেরা নৃত্যশিল্পীদের একজন। কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আঙুল দিয়ে নাচতে পারেন! আগে যেভাবে হাঁটতাম, চলতাম—সেভাবে গান হতো। এখন তো শুধু আঙুলেই কাজ চলছে। এক, দুই, তিন-চার করে...।"

এদিকে গতকাল শুক্রবার, 'সন অব সর্দার টু' ছবির ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে নিজেই নিজের ফিঙ্গার ড্যান্স নিয়ে ট্রলের জবাব দেন অজয় দেবগন। তিনি বলেন, "অনেকে হয়তো আমাকে নিয়ে মজা করছেন, তবে আমার কাছে এটা ভীষণ কঠিন ছিল। কিন্তু আমি সেটা করেও দেখিয়েছি। এবার আপনাদের আমাকে ধন্যবাদ বলার পালা।"

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'সন অব সর্দার', যার সিক্যুয়াল হিসেবে আসছে 'সন অব সর্দার টু'। আগের কাহিনি ছিল ভারতের পাঞ্জাব ঘিরে, এবার গল্প ঘুরছে স্কটল্যান্ডে। অজয় দেবগন এই ছবিতে থাকছেন দ্বৈত চরিত্রে। বিজয় কুমার অরোরা পরিচালিত এই ছবিতে আরও রয়েছেন মৃণাল ঠাকুর, রবি কিষাণসহ অনেকে। ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে ২৫ জুলাই।

## "বেতন কম, খরচ বেশি"— রাজনীতি নিয়ে হতাশ কঙ্গনা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভারতের আলোচিত অভিনেত্রী ও বর্তমানে মাণ্ডির সংসদ সদস্য কঙ্গনা রানাউত আবারও তার বক্তব্যে শিরোনামে। সংসদ সদস্য হিসেবে এক বছর পূর্ণ হতে না হতেই রাজনীতিকে "শখের জায়গা" বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কঙ্গনার বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে আলোচনা চলছে জোরেশোরে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা বলেন, "রাজনীতি একটি দামি শখ। আপনি যদি একজন সৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হন, তবে শুধুমাত্র রাজনীতি করে জীবন চালানো কঠিন। সংসদ সদস্য হিসেবে যে বেতন দেওয়া হয়, তা একজন সাধারণ জীবনের খরচ মেটাতে যথেষ্ট নয়।"

তিনি বলেন, "বাড়ির সহকারীদের বেতন পরিশোধ করার পর হাতে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা থাকে। সেই টাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় এলাকাগুলোতে যাওয়ার খরচ চালানোও কঠিন, বিশেষ করে যেসব জায়গা প্রত্যন্ত অঞ্চলে।"

কঙ্গনার মতে, এ কারণে রাজনীতির পাশাপাশি অন্য কোনো পেশা থাকা জরুরি। "অনেক সংসদ সদস্য আইনজীবী কিংবা ব্যবসায়ী, সেটাই যৌক্তিক," বলেন তিনি।

এর আগেও এক পডকাস্টে কঙ্গনা বলেছিলেন, "রাজনীতি একেবারে অন্যরকম একটি কাজ। এটি মূলত সমাজসেবা। আমি বলব না— এটি আমি উপভোগ করছি। অতীতে এমন অভিজ্ঞতাও আমার ছিল না।"

সাক্ষাৎকারে তার বক্তব্য ঘিরে অনেকে মনে করছেন, বছর ঘুরতেই রাজনীতিকে নিয়ে কঙ্গনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। বিশেষ করে যিনি কিছুদিন আগেও রাজনীতিকে সমাজসেবার সর্বোচ্চ মাধ্যম বলে দাবি করতেন।

## চলে গেলেন দক্ষিণের কিংবদন্তি অভিনেতা কোটা শ্রীনিবাস রাও

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

তেলেগু চলচ্চিত্রের বর্ষীয়ান অভিনেতা ও সাবেক বিধায়ক কোটা শ্রীনিবাস রাও আর নেই। রবিবার (১৩ জুলাই) ভোররাতে তিনি হায়দরাবাদের ফিল্মনগর এলাকায় নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত সমস্যা ও শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

কোটা শ্রীনিবাস রাও রেখে গেছেন স্ত্রী রুক্মিণী ও দুই কন্যাকে।

**জন্ম ও শুরু**

১৯৪২ সালের ১০ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার কাঙ্কিপাড়ু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কোটা শ্রীনিবাস রাও। তাঁর মা কোটা সীতারামার অনুপ্রেরণায় ছাত্রজীবনেই তিনি মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন। চলচ্চিত্রে আসার আগে তিনি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে কর্মরত ছিলেন।

**চলচ্চিত্র জীবন**

১৯৭৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'প্রাণম খারেদু' ছবির মাধ্যমে তেলেগু সিনেমায় তাঁর অভিষেক হয়। এরপর দীর্ঘ অভিনয়জীবনে তিনি অভিনয় করেছেন প্রায় ৭৫০টি সিনেমায়। এর মধ্যে রয়েছে তামিল, হিন্দি, কন্নড় ও একটি মালয়ালম ভাষার সিনেমাও।

খলঅভিনেতা, চরিত্রাভিনেতা এবং কমেডিয়ান—সব ধরনের ভূমিকায় তিনি দর্শকদের মন জয় করেছেন। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ৯টি নন্দী পুরস্কার অর্জন করেন। ২০১৫ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে।

**রাজনৈতিক জীবন**

চলচ্চিত্রের পাশাপাশি রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন তিনি। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিজয়ওয়াড়া (পূর্ব) বিধানসভা আসনের বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর মৃত্যুতে চলচ্চিত্র ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

# অবশেষে প্রিমিয়ার লিগে ফিরলেন হেন্ডারসন

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে জর্ডান হেন্ডারসন অবশেষে ফিরলেন ইংলিশ ফুটবলে। ডাচ ক্লাব আয়াক্স ছেড়ে প্রিমিয়ার লিগের দল ব্রেন্টফোর্ডের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের এই অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার।

৩৫ বছর বয়সী হেন্ডারসনকে দলে টানার খবর মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে ব্রেন্টফোর্ড। প্রায় দেড় বছর ইউরোপের বাইরে কাটিয়ে এবং এক মৌসুমের ব্যবধানে দুইটি ক্লাব বদলে ফের নিজের দেশের লিগে ফিরলেন তিনি।

লিভারপুলের হয়ে এক যুগে তিনি জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ একাধিক শিরোপা। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে তিনি পাড়ি জমান সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল ইত্তিফাকে। অনেকেই ভেবেছিলেন, এটাই তার ইউরোপিয়ান ফুটবলের ইতি।

কিন্তু সৌদিতে সময়টা একেবারেই সুবিধার ছিল না হেন্ডারসনের জন্য। মাত্র ছয় মাস পরই সেই অধ্যায় শেষ করে তিনি ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে যোগ দেন আয়াক্সে। তবে সেখানে পারস্পরিক সমঝোতায় চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই সম্পর্কের ইতি ঘটে।

আয়াক্স ছাড়ার পর থেকেই গুঞ্জন চলছিল ব্রেন্টফোর্ডই হতে যাচ্ছে হেন্ডারসনের পরবর্তী গন্তব্য। শেষ পর্যন্ত সেটাই বাস্তবে রূপ নিল। ফ্রি ট্রান্সফারে ব্রেন্টফোর্ডে যোগ দিয়েছেন তিনি।

দীর্ঘ সময় জাতীয় দলের বাইরে থাকলেও ২০২৪ সালের মার্চে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে ইংল্যান্ড দলে ডাক পান হেন্ডারসন, কোচ টমাস টুখেলের অধীনে। তবে ইউরো ২০২৪-এর দলে জায়গা হয়নি তার।

এখন প্রিমিয়ার লিগে নিয়মিত খেলার মাধ্যমে ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য জাতীয় দলে নিজের অবস্থান ফের শক্ত করতে পারবেন এই অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার।

## রক্ষণের শক্তি বাড়িয়ে চলেছে রিয়াল মাদ্রিদ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

রক্ষণভাগের দুর্বলতায় গত মৌসুমে বেশ ভুগেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। নতুন মৌসুম শুরুর আগে সেই ঘাটতি পূরণে এখন জোরালোভাবে ডিফেন্সে শক্তি বাড়াচ্ছে ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি। এবার পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকা থেকে তরুণ স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলভারো কারেরাসকে দলে ভিড়িয়েছে লস ব্লাঙ্কোস।

২২ বছর বয়সী কারেরাসের সঙ্গে ছয় বছরের চুক্তি করেছে রিয়াল। আগামী ২০৩১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এই মেয়াদ থাকবে।

চলতি গ্রীষ্মকালীন দলবদলে এটিই রেয়াল মাদ্রিদের তৃতীয় রক্ষণভাগের সাইনিং। এর আগে লিভারপুল থেকে ট্রেন্ট অ্যালেকজান্ডার-আর্নল্ড ও বোর্নমাউথ থেকে উদীয়মান স্প্যানিশ ডিফেন্ডার ডিন হাউসেনকে দলে টেনেছে ক্লাবটি।

কারেরাসের ফুটবল জীবন শুরু হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদেরই যুব দলে। সেখানে তিন বছর কাটিয়ে ২০২০ সালে তিনি ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দেন। যদিও মূল দলে সুযোগ পাননি, খেলেছেন কেবল অনূর্ধ্ব-২৩ দলে।

এরপর ধারে খেলেছেন প্রেস্টন নর্থ এন্ড ও স্প্যানিশ ক্লাব গ্রানাডায়। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ধারে বেনফিকায় যোগ দিয়ে দ্রুতই দলে জায়গা করে নেন। পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়ে মৌসুম শেষে তাকে স্থায়ীভাবে কিনে নেয় পর্তুগিজ ক্লাবটি।

বেনফিকার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৬৮ ম্যাচে ৫ গোল ও ৬টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। সদ্যসমাপ্ত ক্লাব বিশ্বকাপেও অংশ নেন এই উদীয়মান ডিফেন্ডার।

## ডোপিংয়ের দায়ে ব্রিটিশ টেনিস খেলোয়াড় ৪ বছর নিষিদ্ধ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

দেড় বছর আগে একটি স্বাধীন ট্রাইব্যুনালে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরও ডোপিংয়ের দায়ে ব্রিটিশ টেনিস খেলোয়াড় টারা মুরকে চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) থেকে কার্যকর হয়েছে তার এই নিষেধাজ্ঞা।

ডোপ পরীক্ষায় মুরের নমুনায় নিষিদ্ধ উপাদান পাওয়ায় ২০২২ সালের জুনে তাকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে একটি স্বাধীন ট্রাইব্যুনাল তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে।

তবে সেই রায়ের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল টেনিস ইন্টিগ্রিটি এজেন্সির (আইটিআইএ) আপিল কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস (সিএসএ) বা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত বহাল রাখার পর মুরকে চার বছরের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে কমে যাবে ১৯ মাসের সাময়িক নিষেধাজ্ঞার সময়টা।

সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার আগে নারীদের দ্বৈতের র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্রিটেনের শীর্ষ খেলোয়াড় ছিলেন মুর। ৩২ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় বরাবরই বলেছেন, ক্যারিয়ারে কখনও জেনেশুনে কোনো নিষিদ্ধ পদার্থ তিনি গ্রহণ করেননি। স্বাধীন ট্রাইব্যুনালের রায়ে বলা হয়েছিল, নমুনা সংগ্রহের আগের সময়টায় মুর যে দূষিত মাংস খেয়েছিলেন, সেটিই ছিল নিষিদ্ধ পদার্থের উৎস।

তবে সিএসএ-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মুরের নমুনায় পাওয়া নিষিদ্ধ পদার্থ দূষিত মাংস খাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না, তা প্রমাণ করতে পারেননি তিনি। সিএসএ-এর এই রায়ের ফলে ২০২৮ সাল শুরুর আগে কোর্টে ফিরতে পারবেন না মুর।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR